امة اقرء لم لا تقرء

লাজনায়ে মোতালা

নেসাব ও নেজাম

আল্লাহ্ তাআলা যখন কোনো জাতির
কল্যাণের ফায়সালা করেন, তখন ব্যাপকভাবে তাদের দিলে
হুব্বুল মোতালা সৃষ্টি করে দেন

তত্ত্বাবধায়কঃ
হযরত মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ

আয়োজন ও বাস্তবায়ন
মোতালাকেন্দ্র
আসহাবুস সুফ্ফা বাংলাদেশ
একটি শিক্ষা ও সমাজ-সেবামূলক দ্বীনী সংগঠন
০১৯১৩-১০৮৭৫০

লাজনায়ে মোতালা

নেসাব ও নেজাম



তত্ত্বাবধায়কঃ
হযরত মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা

লাজনায়ে মোতালা
নেসাব ও নেজাম

তত্ত্বাবধায়কঃ
হযরত মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ

সম্পাদকঃ
মাওলানা মাহমুদ হাসান মাসরুর
ফোনঃ ০১৯১৩-১০৮৭৫০

পরীক্ষামূলক প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০১৭ঈ.
পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণঃ এপ্রিল ২০১৮ঈ.

কাগজমূল্যঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

আয়োজন
মোতালাকেন্দ্র
আসহাবুস সুফ্ফা বাংলাদেশ
একটি শিক্ষা ও সমাজ-সেবামূলক দ্বীনী সংগঠন
০১৯১৩-১০৮৭৫০

সার্বিক সহযোগিতা

তত্ত্বাবধায়কঃ
হযরত মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ

পৃষ্ঠপোষক
মুফতি মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান
মাওলানা মুহাম্মাদ সুহাইল সালেহ

সম্পাদকঃ
মাওলানা মাহমুদ হাসান মাসরুর, ফোনঃ ০১৯১৩-১০৮৭৫০

সহসম্পাদকবৃন্দঃ

- মাওলানা যুবাইর আব্দুল্লাহ, ফোনঃ
- মাওলানা লুকমান হাসান, ফোনঃ
- মাওলানা আরীফুল ইসলাম, ফোনঃ
- মাওলানা ফয়েজ আহমদ, ফোনঃ
- মাওলানা নূরুল্লাহ, ফোনঃ
- মাওলানা হুসাইন আহমদ, ফোনঃ
- মাওলানা রফী উদ্দীন, ফোনঃ
- মাওলানা আবুল ফাতাহ, ফোনঃ
- মাওলানা ইমদাদুল্লাহ, ফোনঃ

ব্যবস্থাপকঃ
মাওলানা মাহমুদ হাসান নাঈম, ফোনঃ
মাওলানা আব্দুল হালীম, ফোনঃ
মাওলানা শফিকুল ইসলাম, ফোনঃ

সদস্যঃ
মাওলানা সিফাতুল হক, ফোনঃ
জনাব নুরুজ্জামান, ফোনঃ
মাওলানা আশিকুর রহমান, ফোনঃ
মিসবাহ বিন নূরী, ফোনঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ () خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ () اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

() الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ () عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

লাজনায়ে মোতালা

আসহাবুস সুফ্‌ফা বাংলাদেশ

একটি শিক্ষা ও সমাজ-সেবামূলক দ্বীনী সংগঠন

সদস্যক্রম..... যোগদানের তারিখ.....

নাম..... পিতার নাম.....

বয়স..... ফোন নম্বর...../.....

স্থায়ীঠিকানা.....

সুপারিশকারীর স্বাক্ষর.....সদস্যের স্বাক্ষর.....

সম্পাদক **ব্যবস্থাপকঃ**

দোয়া ও বাণী

সমাজ ও সংগঠনের কাজ জরুরি কিন্তু ঝুকিপূর্ণ। নানামুখী বিরোধ আর সংঘাত উজিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। বিচিত্র সব যোগ্যতা ও প্রবণতার মাঝে শৃঙ্খলা বিধান এবং কাজের প্রাথমিক আয়োজনেই মেধা ও শ্রমের বিরাট অংশ ক্ষয় হয়ে যায়। বহু মানুষকে নিয়ে চলতে হয় বলে প্রতি মুহূর্তে আদাবুল মোয়াশারার বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। নানা ধরণের আমানত কাঁধে এসে পড়ে, সেগুলো হেফাজত করতে হয়। কত অবাঞ্ছিত মন্ত্রণা অন্তরে উঁকিঝুকি দেয়, কঠোর চিত্তে তা অবদমিত করতে হয়। এজন্য কাছের কেউ যখন সংগঠন-সংশ্লিষ্ট হয়, তখন বড় শংকিত বোধ করি, কখন জানি কী হয়,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا.

হে আল্লাহ! আপনার কাছে যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করছি, এখনের ও পরের, যা আমরা জানি আর যা জানি না সব। আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি এখনের পরের, যা জানি আর যা জানি না এমন সকল অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে যত মঙ্গল চেয়েছেন আমরাও আপনার কাছে তা প্রার্থনা করছি। আর আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে যত অমঙ্গল থেকে পানাহ চেয়েছেন আমরাও আপনার কাছে তা থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনার কাছে জান্নাতের সুয়াল করছি এবং যে কথা ও কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করবে তার তাওফীক চাচ্ছি। আর আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে এবং যে কথা-কাজ আমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে তা থেকে মুক্তি চাচ্ছি। আপনার কাছেই প্রার্থনা, আমাদের তকদিরের সকল ফায়সালা মঙ্গলময় করে দিন। –সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৮৪৬

পুত্র মাহমুদ হাসান মাসরুর লাজনায়ে মোতালার নেসাব ও নেজাম তৈরি করে আমাকে দেখিয়েছে। তার দোস্ত-আহবাবদের মাঝে মোতালার কার্যক্রম আরম্ভ হচ্ছে বলে জানিয়েছে। নেসাবটিতে অনেক ধরণের পাঠকের খোরাক রয়েছে। আমি নবীনদেরকে এই লাজনায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা এই উদ্যোগ কবুল করুন। ফেতনা-ফাসাদ থেকে হেফাজতে রাখুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

বিনীত

আবু সাবের আব্দুল্লাহ

১৩/১২/১৭ঈ.

পাঠোন্নয়ন-নির্দেশিকাঃ

- নিয়মিত মোতালার জন্য নেজামুল আওকাত তৈরি করে নেওয়া একান্ত কর্তব্য।
- তলবুল ইলম ফরজ। সুতরাং ভলো লাগুক আর না লাগুক –ফরজ ইবাদত আদায়ের মতো– মোতালার মাধ্যমে ইলম অর্জনের আমলে নিজেকে নিয়োজিত রাখা জরুরি।
- মোতালা অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য মনে রাখতে হবে, মোতালা কখনো শুধু তাকলীদীভাবে জানা বিষয়ের পরিধি বাড়ানোর জন্য হয়, কখনো হয় আকলি বা রূহানি বিনোদনের জন্য, কখনো হয় সময় কাটানো বা একাকিত্ব বিদূরণের জন্য, কখনো মৌসুমি প্রয়োজন পুরণের জন্য, কখনো হয় পেশগত দায়িত্বের খাতিরে। আর কখনো মোতালা হয় তানকীদীভাবে দ্বীনের সমঝ বৃদ্ধির জন্য, তাফাক্কুহ ফিদ্দীনরে জন্য, হুব্বুল ইলমের তাকাজা পূরণের জন্য। আমি ঠিক কোন ধরণের মোতালা করছি তা জেহেনে রাখা অপরিহার্য।
- যে কোনো কিতাব পাঠ শুরুর আগে কিতাবের মুকাদ্দিমা পড়ে, সূচি দেখে, মাসাদিরগুলোতে নজর বুলিয়ে, বিভিন্ন শিরোণামের অধীনে একটু-আধটু পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে হয়। লেখক সম্পর্কে ওয়াফিহাল হতে হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে কিতাব আগাগোড়া পড়ে লেখকের মূল ফিকির ও বক্তব্য উদ্ধার করতে হয়। নিজের কিতাব হলে পেন্সিল দিয়ে তথ্যগুলো চিন্হিত করতে হয়। অন্যের কিতাব হলে নিজের খাতায় পৃষ্ঠা নম্বরসহ সংক্ষেপে নোট করতে হয়।
- তানকীদী-তাকলীদী উভয় ধরণের মোতালার ক্ষেত্রে **ان كان ناقلا فالصحة وان كان مدعيا فالدليل** –এই উসুল স্মরণ রেখে মোতালা করতে হয়।
- কিতাবের কলেবর-পৃষ্ঠা সংখ্যা দেখে ভয় পেলে চলবে না। হিম্মত করে মোতালা অব্যাহত রাখতে হবে। অনেক্ষণ পড়ার পর একটু বিশ্রাম নিতে হবে। পঠিত বিষয়বস্তু নিয়ে একটু সময় কল্পনা করতে হবে।
- মোতালা হলো আকল ও রূহের খোরাক । এর মাধ্যমে পাঠক লেখকের সঙ্গ লাভ করে। স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিচরণ করতে পারে। এটা নুসরতে দ্বীনের মাধ্যম এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উসিলা, হক ও বাতিল চেনার বিশেষ জরিয়া। সুতরাং মোতালা হলো আমার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য, প্রতিদিনের প্রধানতম ব্যস্ততা।

নিয়মাবলিঃ

- প্রতি ফরীকে একজন সহসম্পাদকসহ অন্তত পাঁচজন সদস্য থাকবেন এবং তারা নিজেদের মাঝে মাসে অন্তত একটি বৈঠক করবেন। সে হিসাবে যে কোনো একজন সম্পাদক/সহসম্পাদকের তত্ত্বাবধানে মোতালা সম্পন্ন করা হবে।
- প্রতি কিতাব পাঠ শেষে সার্বিক অনুভূতি ও নিজের অর্জন সম্পর্কে একটি সমৃদ্ধ কথিকা তৈরি করে সম্পাদকের নিকট অর্পণ করা হবে। কিতাবের সুন্দরতম কয়েকটি স্থানের উদ্ধৃতি, নিজের জানা বিষয়গুলোর কোন কোনটি কিতাব পাঠের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়েছে তার একটি তালিকা, নিজের জানা ভুল না কিতাবের আলোচনা ভুল সে সম্পর্কে একটু আলোচনা, লাজনায়ে মোতালার কোন বিষয়ের কতটুকু এই কিতাব থেকে হাসিল হলো তার বিবরণ, লেখক মূলত কী পয়গাম দিতে চেয়েছেন তার বর্ণনা, ফিকহুল মোয়াশারা এবং দ্বীনের গভীর সমঝ সম্বলিত উক্তি ইত্যাদি দিয়ে কথিকা সাজানো হবে। মোটকথা কথিকা এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে পরবর্তীতে কথিকা হাতে নিলেই পুরো কিতাব জেহেনে হাজির হয়ে যায়। (নমুনা-কথিকা দ্রষ্টব্য)
- এক কিতাব একসঙ্গে একাধিক সদস্য মোতালা করবেন এবং একাধিক সহসম্পাদকের উপস্থিতিতে তাদের মাঝে মতবিনিময় হবে। এরপর কথিকা চূড়ান্ত হবে।
- কথিকা মূল্যায়ন করে এবং কিতাব সম্পর্কে সরাসরি উন্মুক্ত আলোচনা শুনে 'সেরাপাঠক' নির্বাচন করা হবে। সে ক্ষেত্রে বছরে অন্তত পঁচিশটি কথিকা জমা হতে হবে।
- প্রতি বছর একাধিক সেরাপাঠককে পুরস্কৃত করা হবে এবং বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক (পঁঞ্চাশের অধিক) বইয়ের পাঠককেও পুরস্কৃত করা হবে।
- লাজনায়ে মোতালার বই ও বিষয়সমূহ হতে ৪০টি কিতাব পাঠশেষে (মোতালার মান এবং অন্যান্য বিষয় যাচাই সাপেক্ষে) সম্মানিত পাঠক চাইলে আসহাবুস সুফ্ফা বাংলাদেশের সদস্য হতে পারবেন এবং তিনি পুরস্কৃত হবেন।
- সুফ্ফা-সদ্যস্যকে দ্বিতীয় ধাপে শরহুল হাদীস, অনুবাদ, রোজনামচা, গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি তৈরির নির্দেশনা দেওয়া হবে এবং তাতে উত্তীর্ণ হলে সদস্যকে সুফ্ফার লেখক-পরিষদে আহ্বান করা হবে।
- লেখক-পরিষদে কাজ করে যিনি পাঁচটি বই উপহার দিতে পারবেন, তিনি প্রাথমিকভাকে সুফ্ফার নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সদস্য বলে গণ্য হবেন।
- ইনশাআল্লাহ প্রতি দুই মাসে লাজনায়ে মোতালার একটি সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে মুরুব্বিয়ানে কেরামের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।
- শুধু এই নেসাব থেকে কিতাব পড়তে হবে এমন নয়। নিজস্ব চয়নেও বই পড়া যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকের অবগতি ও সম্মতি প্রয়োজন হবে।
- সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে নিয়ে বিভিন্ন ইলমী সফর ও জনসেবামূলক কাজের আয়োজন করা হবে।

কথিকা-মজলিসের সাধারণ আলোচ্য বিষয়ঃ

১. ইলমি শোগল ও আমলি হালাত।
২. স্বাস্থ্যগত, পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্রগত অবস্থা
৩. পঠিত কিতাব ও কথিকা পর্যালোচনা
৪. হুসনে মোয়ামালা ও হুসনে আখলাকের কোনো দিক সম্পর্কে আলোকপাত
৫. বুযুর্গানে দ্বীনের মালফূজ আলোচনা
৬. আকাবিরের ইলমি-আমলি ও আখলাকি ঘটনা বর্ণনা
৭. মওজূদা আকাবিরগণের সনদে কিতাব পাঠের পরামর্শ উপস্থাপন
৮. বুযুর্গানে দ্বীনের সাক্ষাৎ-সৌভাগ্যের বর্ণনা
৯. আকাবিরের কবর যেয়াতের আলোচনা
১০. কবিতা ও শের-আশআর উপস্থাপনা
১১. শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন কোনো প্রসঙ্গের পর্যালোচনা
১২. খেদমতে খালকের আলোচনা
১৩. অপরাপর দ্বীনী কাজের সহযোগিতা
১৪. সুফ্ফার কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নেসাবে মোতালা (১)
মোতালায়ে কোরআন

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	আসান তরজমায়ে কোরআন	তুকী উসমানী	
২	সংক্ষিপ্ত তফসীরে উসমানী	মাওলানা গিয়াসুদ্দীন	
৩	তাইসীরুল কারীমির রহমান	ইবনে সা'দী রহ.	
৪	বয়ানুল কোরআন	থানবী রহ.	
৫	তাফসীরে ইবনে কাছীর	ইবনে কাছীর রহ.	
৬	সফওয়াতুত তাফাসীর	আলী সাবুনী	
৭	তাফসীরে কুরতুবী	কুরতুবী	
৮	তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন	মুফতি শফী	
৯	আই লাভ ইউ কোরআন	আতীকুল্লাহ	
১০	কোরআন বোঝার চেষ্টা	আবু সাবের আব্দুল্লাহ	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (২)
মোতালায়ে হাদীস

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	মাআরিফুল হাদীস	মনযূর নোমানী রহ.	
২	দালীলুল ফালেহীন	ইবনে আল্লান রহ.	
৩	শরহুল আরবাঈন	আতিয়্যা সালেম রহ.	
৪	জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম	ইবনে রজব রহ.	
৫	তরজমানুস সুন্নাহ	বদরে আলম মিরাঠী রহ.	
৬	নাদরাতুন্ নাঈম		
৭	শরহে মাসাবীহ	তূরেবেশতী রহ.	
৮	মাআরিফে নববী	ইউসুফ লুধিয়ানুবী রহ.	
৯	আত তারগীব ওয়াত্তারহীব	মুনযিরী রহ.	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (৩)
মোতালায়ে ফিকহ

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	আলহাদিয়্যাতুল আলাইয়্যাহ	আমীন ইবনে আবেদীন	
২	আল কাফী ফী ফিকহিল হানাফী	ওয়াহবী সুলাইমান	
৩	বিদায়াতুল মুজতাহিদ	ইবনে রুশদ রহ.	
৪	ফতহু বাবিল ইনায়া		

৫	আলগুর্‌রাতুল মুনীফাহ		
৬	ফিকহু আহলিল ইরাক	যাহেদ কাউসারী	
৭	আদিল্লায়ে কামেলা	শাইখুল হিন্দ রহ.	
৮	মাআরিফুস সুনান	বানুরী রহ.	
৯	ফয়জুল বারী	কাশ্মীরী রহ.	
১০	মাউসূআ কুয়েতিয়া		
১১	শরহে মুখতাসারে তহাবী	আবু বকর জাসসাস রহ.	
১২	আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহু		

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (৪)

মোতালায়ে সীরাত

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	ফিকহুস সীরাহ	সাঈদ রমজান আলবূতী রহ.	
২	খুতুবাতে মাদরাস	সুলাইমান নদবী রহ.	
৩	আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ	আলী নাদাবী রহ.	
৪	সীরাতে মুস্তফা	ইদ্রীস কান্ধলবী রহ.	
৫	তোমাকে ভালোবাসি হে নবী	গুরুদত্ত সিং	
৬	যাদুল মাআদ	ইবনুল কায়্যিম রহ.	
৭	মিম মাঈনিশ শামায়েল	সালেহ আহমদ শামী রহ.	
৮	সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সা.	আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন রহ.	
৯	মিম মাঈনিস সীরাহ	সালেহ আহমদ শামী	
১০	নাসীমুর রিয়াদ		
১১	সহীহুস সীরাহ		
১২	কেমন ছিলেন প্রিয় নবীজী সা.	মাহমুদ হাসান মাসরুর	
১৩	বিশ্বনবী	গোলাম মোস্তফা	
১৪	আস সীরাহ	মুস্তফা সিবাঈ	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (৫)

মোতালায়ে আকাবির

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	সিদ্দীকে আকবর		ইফাবা
২	আলফারুক		এমদায়িা লাইব্রেরি
৩	হযরত আলী রা.	আলী নাদাবী রহ.	
৪	হযরত উসমান	আলী নাদাবী রহ.	
৫	তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত	আলী নাদাবী রহ.	
৬	শাযারাতুয যাহাব	ইবনুল ইমাদ রহ.	

৭	সফাহাত মিন সবরিল উলামা	আব্দুল ফাত্তাহ রহ.	
৮	হায়াতুস সাহাবা	ইউসুফ কান্ধলবি	
৯	তাযকেরাতুর রশীদ	আশেকে এলাহী মিরাঠী রহ.	
১০	তাযকেরাতুল খলীল	আশেকে এলাহী মিরাঠী রহ.	
১১	তাযকেরায়ে আযীয	সুলতান যওক নদবী	
১২	আসীরানে মাল্টা	মুহাম্মাদ মিয়া রহ.	
১৩	শাসুল হক ফরিদপুরী		
১৪	হুসাইন আহমদ মাদানী		
১৫	শাব্বীর আহমদ উসমানী		
১৬	হাকীমুল উম্মত থানবী		
১৭	মুফতী শফী		
১৮	কাসেম নানুতবী		
১৯	হায়াতে আতহার		
২০	হায়াতে আনওয়ার		
২১	মাহাসিনে ইউসুফী		
২২	জমীরুদ্দীন নানুপুরী		
২৩	আয যুহ্হাদু মিআহ	সিদ্দীক আল মিনশাবি	
২৪	সুয়ার মিন হায়াতিস সাহাবাহ	রাফাত বাশা	
২৫	সুয়ার মিন হায়াতিত তাবেঈন	”	
২৬	কাসাসুল কোরআন	হিফজুর রহমান	
২৭	সিয়ারুস সাহাবা	আব্দুস সালাম নদবী	
২৮	বীস বড়ে মুসলমান		
২৯	তাযকিরায়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী	মনযূর নোমানী	
৩০	ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি	ইফাবা	
৩১	সিলসিলায়ে সালাফ	দারুল কলম দিমাশক	
৩২	খলিফায়ে গাঙ্গুহী.. জমীরুদ্দীন	হাবীবুল্লাহ	
৩৩	একজন বিশুদ্ধ চিন্তার আলেম	আল্লামা আবুল খাইর রহ.	
৩৪	হাফেজ্জী হুজুর রহ.		

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (৬)

মোতালায়ে হিম্মত ওয়া আযীমত

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	জীবন পথের পাথেয়	আবু তাহের মিসবাহ	
২	উলুউল হিম্মাহ		
৩	দরদী মালির কথা শোনো	আবু তাহের মিসবাহ	
৪	কীমাতুয যামান	আব্দুল ফাত্তাহ রহ.	
৫	স্বর্ণরেণু		
৬	লা তাহযান	আয়েজ আল কারনী	

৭	আপবীতি	যাকারিয়া রহ.	
৮	মাআলিমু ইরশাদিয়্যাহ	শায়খ আউয়ামাহ	
৯	সংগঠন ও বাঙ্গালি	আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ	
১০	জীবনের খেলাঘরে	মুহিউদ্দীন খান রহ.	
১১	দস্তূরে হায়াত	আলী নাদাবী রহ.	
১২	আলউলামাউল উয্যাব	আবু গুদ্দাহ রহ.	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (৭)

মোতালায়ে ঈমান

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	পাঠ-যাচাই
১	আল আকীদাতুল ইসলামিয়্যাহ	মোস্তফা সায়ীদ আলখন	
২	ফুসূল ফিল আকায়েদ	ইউসুফ কারজাবী	
৩	নাওয়াকিযুল ঈমান		
৪	ঈমান সবার আগে	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক	
৫	তাকবিয়াতুল ইমান	ইসমাঈল শহীদ রহ.	
৬	দফউ শুবাহিত তাশবীহ	ইবনুল জাওযী	
৭	শুরুতু লাইলাহা ইল্লাহ		
৮	আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ	খলীল আহমদ সাহারাপুরী	
৯	উলামায়ে দেওবন্দ	কারী তায়্যিব রহ.	
১০	ইলমুল কালাম	ইদ্রীস কান্ধলবী রহ.	
১১	শরহুল আকীদা আত তহাবিয়্যাহ	আবুল ইয আলহানাফী রহ.	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (৮)

মোতালায়ে তারীখ

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	তারীখুল ইসলাম		
২	দৌলাতে উমাবিয়্যাহ		
৩	দৌলাতে আব্বাসিয়		
৪	দৌলাতে উসমানিয়া		
৫	ভারতবর্ষের ইতিহাস		
৬	দৌলাতে ইউসুফিয়া		
৭	স্পেনের ইতিহাস		
৮	উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাজী	মুহাম্মাদ মিয়াঁ রহ.	
৯	আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজ		
১০	চেপে রাখা ইতিহাস		
১১	বাঙ্গালির ইতিকথা	আখতার ফারুক	
১২	জাহানে দীদাহ	ত্বকী উসমানী	

১৩	দুনয়া মেরে আগে	ত্বকী উসমানী	
১৪	তারিখে ফেরেশতা		
১৫	তারীখে হিন্দ	ইকরাম	
১৬	পাকভারতের মুসলমানদের ইতিহাস	কে আলী	
১৭	আমাদের মুক্তি সংগ্রাম	মুহাম্মাদ ওয়ালি উল্লাহ	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (৯)

মোতালায়ে রদ্দে বিদআত আওর তাকাবুলে আদয়ান

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	দ্বীন ও শরিয়ত	মনযূর নুমানী রহ.	
২	তাসাউফ: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক	
৩	মাকতূবাত	মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.	
৪	সুন্নত ও বিদআতের পার্থক্য রেখা	আবু সাবের আব্দুল্লাহ	
৫	এখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম	ইউসুফ লুধিয়ানবী	
৬	এসব হাদীস নয়	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক	
৭	প্রচলিত ভুল	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক	
৮	কাদিয়নি সম্প্রদায় কেন মসলমান নয়	মনযূর নোমানী রহ.	
৯	ইসলামে শ্রমিকের অধিকার	ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	
১০	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ	আরিফ আজাদ	
১১	মূর্তিপূজার গোড়ার কথা	আবুল হাসান ভট্টাচার্য	
১২	হিন্দু ধর্মে দেবলীলা	মুনশি মেহেরুল্লাহ	
১৩	ঈসাইয়্যাত কেয়া হ্যায়	ত্বকী উসমানী	
১৪	মারেকায়ে ঈমান আওর মাদ্দিয়্যত	আলী নদবী রহ.	
১৫	আল ইন্তবাহাতুল মুফীদাহ	থানবী রহ.	
১৬	ইসলাহুর রুসূম	থানবী রহ.	
১৭	ভুল সংশোধন	শামসুল ফরিদপুরী রহ.	
১৮	ইরানী ইনকিলাব	মনযূর নোমানী রহ.	
১৯	আদ-দিআয়াতুল মুকাছ্ছাফাহ	মনযূর নোমানী	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১০)

মোতালায়ে আসরারে শরিয়ত

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিআহ	সাঈদ পালনপুরী	
২	আশরাফুল জওয়াব	থানবী রহ.	
৩	বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত	থানবী রহ.	

৪	মাজালিসে হাকীমুল উম্মত	থানবী রহ.	
৫	বাওয়াদিরুন নাওয়াদির	থানবী রহ.	
৬	খুতবাতে হাকীমুল উম্মত	থানবী রহ.	
৭	মুসলমানদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো	আলী মিয়া রহ.	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১১)

মোতালায়ে ফিকহে আম

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	ইসলাম কেয়া হ্যায়	মনযূর নুমানী রহ.	
২	তালীমুল ইসলাম	কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী রহ.	
৩	কোরআন আপসে কেয়া কাহতা হ্যায়	মনযূর নুমানী রহ.	
৪	তারীফুন আম বিল ইসলামি ওয়াল মুলিমীন		
৫	ইসলাম কা তাআরুফ		
৬	হায়াতুল মুসলিমীন	থানবী রহ	
৭	শখসিয়্যাতুল মুসলিম	মুহাম্মাদ আলী হাশেমী.	
৮	রহমাতুল উম্মাহ	আব্দুর রহমান দিমাশকী	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১২)

মোতালায়ে আদবে বাংলা

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	নিষ্ফলা মাঠের কৃষক	আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ	
২	শ্রেষ্ঠগল্প	রবি ঠাকুর	
৩	পুষ্পসমগ্র	আবু তাহের মিসবাহ	
৪	রিক্তের বেদন		
৫	শ্রীকান্ত ১ম পর্ব	শরৎচন্দ্র	
৬	দেবদাস	শরৎচন্দ্র	
৭	বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্রের বই		
৮	আলোর পরশ	ইফাবা	
৯	বাংলা একাডেমির বই		
১০	বাংলা বানানের নিয়ম	মাহবুবুল আলম	
১১	বাংলা সাহিত্য প্রশিক্ষণ	হেমায়েত উদ্দীন	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১৩)
মোতালায়ে সিয়াসত

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	ইসলাম ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান	আবুল ফাতাহ রহ.	
২	আত তাগুত		
৩	ইসলাম আওর সিয়াসি নজরিয়াত	ত্বকী উসমানী	
৪	খেলাফত ও রাজনীতি: ইসলামি দৃষ্টিকোণ	আবু সাবের আব্দুল্লাহ	
৫	মিল্লাতু ইবরাহীম		
৬	মুকাদ্দিমায়ে কিতাবুলজিহাদ	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক	
৭	ইমাম আবু হানীফার রাজনৈতিক জীবন	মানাযের আহসান গীলানী	
৮	ইসলাম কা নেযামে মামলাকাত	ড. হামীদুল্লাহ	
৯	মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদূন	ইবনে খালদূন	
১০	আলজিহাদ		
১১	আলউমদা ফী ই'দাদিল উদ্দাহ		
১২	নেফাজে শরীয়ত		

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১৪)
মোতালায়ে তাসাওউফ

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	রিসালাতুল মুস্তরশিদীন	হারিস মোহাসিবী রহ.	
২	আলমুহাযযাব মিন ইহয়াই উলুমিদ্দীন	সালেহ আহমদ শামী	
৩	আত-তাকাশ্শুফ	থানবী রহ.	
৪	আল-মাদখাল	ইবনুল হাজ	
৫	মক্কার পথে	আব্দুল আজীজ আল আমান	
৬	বাইতুল্লাহর মুসাফির	আবু তাহের মিসবাহ	
৭	তিব্বুল কুলুব	সালেহ আহমদ শামী	
৮	ইসলাহী মাজালিস	ত্বকী উসমানী	
৯	ইসলাহী নেসাব	থানবী রহ.	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১৫)
মোতালায়ে আদাবে মোয়াশারা

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	মিন আদাবিল ইসলাম	আব্দুল ফাত্তাহ রহ.	
২	আল আদাবুল মুফরাদ	ইমাম বোখারী রহ.	
৩	আদাবুদ্দুনয়া ওয়াদ্দীন	ইবনে অবুদ দুনয়া রহ.	

৪	আদাবুল মোয়াশারা	থানবী রহ.	
৫	তাযকিরাতুস সামি'	ইবনে জামাআহ রহ.	
৬	শান্তির নীড়	জুলফিকার নকশবন্দী	থানবী লাইব্রেরি
৭	যিকর ওয়া ফিকর	ত্বকী উসমানী	
৮	তুমি সেই রাজা তুমি সেই রানী	ইয়াহয়া ইউসুফ নদবী	
৯	সাফাইয়ে মোয়ামালাত	শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.	
১০	উসুলুদ দাওয়াহ	আব্দুল করীম যায়দান	
১১	মুদাওয়াতুল আখলাক	ইবনে হাযম	
১২	আল আদাবুন নববী	আব্দুল আযীয খওলী	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১৬)
মোতালায়ে তাআরুফে উলূমে ইসলামিয়া

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	আবজাদুল উলুম	সিদ্দীক হাসান খান রহ.	
২	মুতূনুত তালিব		
৩	মুকাদ্দিমায়ে কাশফুয যুনূন		
৪	মিফতাহুস সাআদাহ	তাশ.. যাদাহ	
৫	আররিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ	আব্দুল হাই কাত্তানী	
৬	মুকাদ্দিমায়ে মুহীতে বুরহানী		
৭			

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১৭)
মোতালায়ে তাআরুফে উলূমে দুনয়াবিয়্যা

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে		
২	ক্লাশ এইটের ভুগোল		
৩	ক্লাশ এইটের বিজ্ঞান		
৪	ক্লাশ এইটের পৌরনীতি		
৫	বাংলাদেশ জ্ঞানকোশ		
৬	যৌনবিজ্ঞান	আব্দুল হাই	
৭	বিশ্বমানচিত্রের পূর্ণ ধারণা		
৮	বিশ্বসংস্কৃতির ধারণা		
৯	বিশ্বরাজনীতির উত্থান-পতন		

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১৮)
মোতালায়ে মাসায়েলে হাজেরাহ আওর তাহকীকে জাদীদাহ

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	ফতোয়ায়ে উসমানী	ত্বকী উসমানী	
২	নির্বাচিত প্রবন্ধ	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক	
৩	ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন	আবুল ফাতাহ রহ.	
৪	ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি	ত্বকী উসমানী	
৫	ইসলাম কা এক্তেসাদী নেযাম	হিফজুর রহমান	
৬	দলিলসহ নামাযের মাসায়েল	আব্দুল মতিন	
৭	উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক	
৮	আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল	ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ.	
৯	আল গারাহ আলাল আলমিল ইসলামী	মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব	

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (১৯)
মোতালায়ে কারনামায়ে মোসলমাঁ

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	বিজ্ঞানের আলোকে সুন্নতে নবী		মোহাম্মদী কুতুবখানা
২	বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান		
৩	মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানী		
৪	মুসলিম স্থাপত্য		
৫	আধুনিক মুসলিম বিশ্ব		
৬			
৭			

বিশেষ পরামর্শ.

নেসাবে মোতালা (২০)
নিজস্ব-চয়ন

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			

৮			
৯			
১০			
১১			
১২			
১৩			
১৪			
১৫			
১৬			
১৭			
১৮			
১৯			
২০			
২১			
২২			
২৩			
২৪			
২৫			
২৬			
২৭			
২৮			
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			
৩৫			
৩৬			
৩৬			
৩৮			
৩৯			
৪০			
৪১			
৪২			
৪৩			
৪৪			
৪৫			
৪৬			
৪৭			

৪৮			
৪৯			
৫০			

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

স্কুলপড়ুয়াদের জন্য

পাঠস্তর (১)

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	আকিদা সিরিজ	আবু তাহের মিসবাহ	
২	সীরাত সিরিজ	আবু তাহের মিসবাহ	
৩	কবীরা গুনাহ	মারকাযুদ্দাওয়াহ	
৪	তালীমুল ইসলাম	মুফতি কেফায়েতুল্লাহ	
৫	গল্পে আঁকা ইতিহাস	ইয়াহয়া ইউসুফ নদবী	
৬	গল্পে আঁকা সীরাত	ইয়াহয়া ইউসুফ নদবী	
৭	বাংলার হিরে মতি পান্না	নাসীম আরাফাত	
৮	শুআবুল ঈমান	মারকাযুদ্দাওয়াহ	
৯	মাসনূন দোয়া	মারকাযুদ্দাওয়াহ	
১০	ইফাবার নির্বাচিত শিশুতোষ বই		
১১	শিশু একাডেমি থেকে প্রকাশিত নির্বাচিত বই		
১২	বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্রের নির্বাচিত শিশুতোষ বই		
	ছোটদের আল্লামা অবুল খাইর রহ.		

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

হাইস্কুলপড়ুয়াদের জন্য

পাঠস্তর (২)

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	ইসলাম ও মুসলমানের পরিচয়	মনযূর নোমানী রহ.	
২	কে সে জন?	শহীদুল্লাহ কোরাইশী	
৩	আদাবুল মোয়াশারা	থানবী রহ.	
৪	হায়াতুল মুসলিমীন	থানবী রহ	
৫	শাহেদ আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প		
৬	যিকর ও ফিকিরের তরজমা	ত্বকী উসমানী	
৭	তোমাকে ভালোবাসি হে নবী	আবু তাহের মিসবাহ	
৮	নবীজীর দোয়া ও যিকির		
৯	তালিমুল ইসলাম	কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী	
১০	স্বর্ণরেণু		

১১	জীবনকে উপভোগ করুন	আরেফী	
১২	হ্যাপী থেকে আমাতুল্লাহ		
১৩	আফ্রীকী দুলহান		ইফাবা
১৪	মরণজয়ী		
১৫	নারীর শত্রুমিত্র	যাইনুল আবেদীন	
১৬	সাহাবীদের ঈমানদ্বীপ্ত জীবন	রাফাত বাশা	
১৭	পুষ্পসমগ্র		
১৮	প্রচলিত ভুল	আব্দুল মালেক	
১৯	রাহে নাজাত		
২০	তাবলিগ আমার কাজ	উমর পালনপুরী	
২১	হেকায়াতে সাহাবা	শায়খ যাকারিয়া	

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

কলেজপড়ুয়াদের জন্য

পাঠস্তর (৩)

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	কোরআনের দাওয়াত	মনযূর নোমানী	
২	রিয়াজুস সালেহীন		
৩	বেহেশতি জেওর	থানবী রহ.	
৪	শান্তির নীড়	জুলফিকার নকশবন্দী	থানবী লাইব্রেরী
৫	তাবেঈদের ঈমানদ্বীপ্ত জীবন	রাফাত বাশা	
৬	বাবর	পিরিমুকুল কাদিরভ	
৭	মরণজয়ী	নাসীম হেজাজী	
৮	দেশে দেশে	ত্বকী উসমানী	
৯	ইসলাহী খুতুবাত	ত্বকী উসমানী	
১০	এসব হাদীস নয়	আব্দুল মালেক	
১১	খেলাফত ও রাজনীতি:	আবু সাবের আব্দুল্লাহ	
১২	আলফারুক		এমদাদিয়া লাইব্রেরী
১৩	নবীজী দোওয়া ও যিকির		
১৪	হে যুবক!	আরেফী	
১৫	হক বাতিলের পরিচয়	আবু সাবের আব্দুল্লাহ	

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

ভার্সিটিপড়ুয়াদের জন্য

পাঠস্তর (৪)

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	মাআরেফুল কোরআন	মুফতী শফী রহ.	

২	মাআরেফুল হাদীস	মনযূর নোমানী রহ.	
৩	সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস	আলী নাদাবী রহ.	
৪	নিষ্ফলা মাঠের কৃষক	আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ	
৫	উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা	আব্দুল মালেক	
৬	মুসলমানদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো	আলী নাদাবী	
৭	এখলোফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম	ইউসুফ লুধিয়ানবী	
৮	আযাদী আন্দোলনে আলিম সমাজ	ইফাবা	
৯	আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল	ইউসুফ লুধিয়ানবী	
১০	ঈমান জখন জাগলো	আলী নাদাবী	
১১	নবীজী দোওয়া ও যিকির		
১২	জীবনকে উপভোগ করুন	আরেফী	
১৩	আমাদের মুক্তি সংগ্রাম	বাংলা একাডেমি	
১৪	আদর্শ পিতা		

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

কর্মজীবিদের জন্য

পাঠস্তর (৫)

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	আসান তরজমায়ে কোরআন		
২	রিয়াজুস সালেহীন		
	ইসলাম ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য	ত্বকী উসমানী	
৩	ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা	যাইনুল আবেদীন	
৪	দুঃখী হবেন না	আরেফী	
৫	বাইতুল্লাহর মুসাফির		
৬	নবীজী দোওয়া ও যিকির		

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

অবসরপ্রাপ্তদের জন্য

পাঠস্তর (৬)

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	মাআরেফুল কোরআন	মুফতি শফি রহ.	
২	মক্কার পথে	আব্দুল আজীজ আল আমান	
৩	মন্দির থেকে মসজিদে	যাইনুল আবেদীন	
৪	আপনার আমানত আপনার সমীপে	আবু তাহের মিসবাহ	
৫	সফরে হিজায	আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ	
৬	নবীজী দোওয়া ও যিকির		

৭	মুনাজাতে মকবুল	থানবী রহ.	
৮	আলকাউসার ভলিউম		
৯	মাআরেফুল হাদীস	মনযূর নোমানী রহ.	
১০	হেকায়েতে সাহাবা	ইউসুফ কান্ধলবী রহ.	

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

কিশোরী-যুবতী বোনদের জন্য

পাঠস্তর (৭)

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	আসান তরজমায়ে কোরআন	ত্বকী উসমানী	
২	ফিকহুন নিসা	হেমায়েত উদ্দীন	
৩	তুমি সেই রাজা তুমি সেই রানী	ইয়াহয়া ইউসুফ নদবী	
৪	শান্তির নীড়	থানবী লাইব্রেরী	
৫	নারীর শত্রুমিত্র	যাইনুল আবেদীন	
৬	সিক্রেট অব দা টেম্পল		
৭	ইনদ্যা হ্যান্ড অব তালেবান		
৮	কন্যা-জায়া-জননী	যাইনুল আবেদীন	
৯	নারী সাহাবীদের ঈমানদ্বীপ্ত জীবন	রাফাত বাশা	
১০	আফ্রিকী দুলহান	ইফাবা	
১১	ভারতীয় নওমুসলিমদের ঈমান জাগানিয়া	যাইনুল আবেদীন	
১২	নবীজী দোওয়া ও যিকির		
১৩	ইসলাম ও মুসলমানের পরিচয়	মনযূর নোমানী রহ	
১৪	আদর্শ মাতা		

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

মহিলাদের জন্য

পাঠস্তর (৮)

ক্রমিক	কিতাব	মুসান্নিফ	প্রকাশক
১	বেহেশতী জেওর	থানবী রহ.	
২	আদাবুল মোয়াশারা	থানবী রহ.	
৩	ইসলাম ও আমাদের জীবন	ত্বকী উসমানী	
৪	আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে		

৫	মাআরেফুল কোরআন	মুফতি শফী রহ.	
৬	কোরআনের দাওয়াত		
৭	নবীজী দোওয়া ও যিকির		
৮	হেকায়েতে সাহাবা	ইউসুফ কান্ধলবী রহ.	
৯	রিয়াজুস সালেহীন		
১০	মাআরিফুর কোরআন	মুফতি শফী রহ.	

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা (৯)

নিজস্ব-চয়ন

ক্রমিক	মুসান্নিফ	কিতাব	প্রকাশক
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			
১১			
১২			
১৩			
১৪			
১৫			
১৬			
১৭			
১৮			
১৯			
২০			
২১			
২২			
২৩			
২৪			
২৫			
২৬			

২৭			
২৮			
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			
৩৫			
৩৬			
৩৬			
৩৮			
৩৯			
৪০			
৪১			
৪২			
৪৩			
৪৪			
৪৫			
৪৬			
৪৭			
৪৮			
৪৯			
৫০			

বিশেষ পরামর্শ.

পাঠপরিক্রমা

ক্রমিক	কিতাব	পাঠশুরু	পাঠশেষ	কথিকা-গ্রহণ
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				

১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				
২৫				
২৬				
২৭				
২৮				
২৯				
৩০				
৩১				
৩২				
৩৩				
৩৪				
৩৫				
৩৬				
৩৬				
৩৮				
৩৯				
৪০				
৪১				
৪২				
৪৩				
৪৪				
৪৫				
৪৬				
৪৭				
৪৮				
৪৯				
৫০				

বিশেষ পরামর্শ.

নমুনা-কথিকা ১

পাঠ্যবিষয়: সীরাতে সাহাবা
কিতাবের নাম: আহলুস সুফ্ফা ফী সদরিল ইসলাম ওয়াদ্ দৌলাতিল উমাবিয়্যাহ
পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৫১২
কিতাবের ভাষা: আরবি
লেখকের নাম: আব্দুল আজীজ খলীল মুহাম্মাদ আল ফাইয়াজ
প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত
প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ১৪৩৬ হি. ২০১৫ ঈ.

মুসান্নিফ:
আব্দুল আজীজ খলীল মুহাম্মাদ আল ফাইয়াজ হলেন প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক বাশ্শার আউওয়াদ মারূফের শাগরিদ। এই কিতাবের উপর বাশ্শার আউওয়াদ মারূফের মুকাদ্দিমা রয়েছে। আসহাবুস সুফ্ফার উপর লিখিত বস্তুনিষ্ঠ একটি গবেষণাপত্র এই কিতাব।

লেখকের মূল পয়গাম

১. আসহাবুস সুফ্ফা সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা।
২. আসহাবুস সুফ্ফার খেদমাতের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা।

সূচি অনুযায়ী কিছু আলোচিত বিষয়:

১. মসজিদে নববীর সাথে কখন কেন সুফ্ফা নির্মাণ করা হলো।
২. মসজিদে নববীর সাথে কতকাল যাবৎ সুফ্ফা বহাল ছিলো।
৩. আসহাবুস সুফ্ফার সবাই কি বাস্তুহীন মুহাজির ছিলেন না কি জোত-জমির মালিক সাহাবীরাও ছিলেন।
৪. তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা কিভাবে হতো।
৫. আসহাবুস সুফ্ফার কেউ কেউ অল্পস্বল্প রোজগারও করতেন।
৬. আসহাবুস সুফ্ফার প্রধান প্রধান দ্বীনী কাজ কী কী।
৭. তাদের মাঝে পরবর্তীতে কতজন কারী, শাসক, কাজী, সেনাপতি, দাঈ, মুফতি, মুজাহিদ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ওয়ায়েজ ইত্যাদিরূপে খাতি লাভ করে ছিলেন।
৮. আসহাবুস সুফ্ফা সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলোর খণ্ডন। কিছু ভুল ধারণায় সালেহ আহমদ শামীও রয়েছেন।

কিতাবের সুন্দরতম কয়েকটি স্থান:

১. খৃস্টানরা রওজা শরিফ থেকে নবীজীর দেহমোবারক সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলো। সেই প্রেক্ষিতে নুরুদ্দীন যংকী রহ. নবীজীর রওজা মোবারকে পাহারাদার নিয়োগ করেছিলেন। ঘটনাটি ৪৮ থেকে ৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।
২. মদিনায় এসে মুহাজিরগণের একদল জিহাদ ও তিজারত একসাথে চালাতে সক্ষম হন। আরেক দলের পক্ষে দুটো এক সাথে চালালো সম্ভব হয়নি। তারা শুধু জিহাদের পথ বেছে নেন। পৃষ্ঠা ৮১
৩. সুফ্ফায় অবস্থানকারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম হলেন সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.। ১৭১
৪. নবীজীর পর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠজনেরা হলেন চার খলিফা, এরপর আশারায়ে মোবাশ্শারা, তারপর বদরিগণ, এরপর বাইআতে রিজওয়ানে শরিকগণ....২০৬

৫. ইবনে মাসউদ রা. বলতেন, কোরআন শুধু পড়ে যেও না, বরং তার দ্বারা হৃদয়কে অন্দোলিত করো।২৩৩
৬. আবু মুসা আশআরী রা. বসরাবাসীকে বলেন, হযরত উমর রা. আমাকে পাঠিয়েছেন কোরআন-সুন্নাহ শেখানো জন্য এবং তোমাদের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য।২৩৪
৭. জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, জুলুম-অবিচার দূর করে কোরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, দাওয়াদের পথ সুগম করা, মানুষের জন্য নির্ভয়ে ইসলাম গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা। ২৮৫
৮. নবীজীর ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল আর কারো জন্য আযান দিতেন না। বাইতুল মাকদিস জয়ের পর হযরত উমর রা. এর অনুরোধে একবার আযান দেন। তখন সাহাবীগণ কাঁদতে কাঁদতে বেখুদ হয়েপড়েন। ৩৬৯

যেসব জানা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে:

১. মদিনাবাসী কৃষিজীবি ছিলো। মুহাজিরগণও কৃষিতে নেমে পড়ুক, নবীজী তা চাইতেন না। এর একটা কারণ ছিলো, সবাই যদি কৃষিতে লেগে যায়, তবে জিহাদের জন্য লোক পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তাই নবীজী জিহাদ ছেড়ে কৃষিতে ব্যস্ত হতে (বিশেষত মুহাজিদের) নিষেধ করতেন।
২. সুফ্ফার সদস্যগণ মূলত দুটি কাজের জন্য নিজের উৎসর্গ করেছিলো, ইলম ও জিহাদ। ১৬৫
৩. হাদীস বর্ণিত না হওয়ার কারণে অনেক সাহাবীর জীবনি হারিয়েগেছে।
৪. এই আয়াতটি আসহাবুস সুফ্ফার ফজিলত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

৫. ক্ষুধা-দারিদ্রকে বিন্দুমাত্র ভয় না পাওয়া আসহাবুস সুফ্ফার একটি বড় বৈশিষ্ট।

যেসব ক্ষেত্রে আমার জানা ভুল ছিলো:

১. আমরা সুফ্ফাকে কেবল মাদরাসা ভাবি। অথচ সুফ্ফা নবীজী সা. এর নিরাপত্তারক্ষীদেরও কেন্দ্র। রিজার্ভফোর্সের ঘাটি। ইসলামের প্রথম সেনানিবাস। সাথে সাথে তা একটি মাদরাসাও বটে। যেখানে প্রধানত দরিদ্র সাহাবীগণ সর্বক্ষণ অবস্থান করতেন। তবে অনেক অবস্থা-সম্পন্ন সাহাবী ও আনসারগণও সব ছেড়ে সুফ্ফার বাসিন্দা হয়ে মুহসর ফী সাবীলিল্লাহ হয়ে যেতেন। যেমন আবু সাঈদ খুদরী রা.।
২. আমরা জানতাম সুফ্ফার সদস্যগণ দান-সদকা, মেহমানদারি, গনিমত ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। উপার্জনের নিয়মিত কোনো কাজ করতেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাদের অনেকে যৎসামান্য রোজগারও করতেন। আর অধিকাংশ সময় ইলম অর্জন ও নবীজী খেদমতে কাটাতেন। তারা সবাই সম্ভ্রান্ত ছিলেন, কারো সামনে সামনে হাত পাততেন না।
৩. সুফ্ফাতে নবীজীর সাথে বিভিন্ন ওয়াফদের সাক্ষাৎ হতো। সাধারণ মেহমানখানা হিসাবেও তা ব্যবহৃত হতো।

যা কিছু লেখকের ভুল বলে মনে হয়েছে:

১. আসহাবুস সুফ্ফার হালাত একেবারে সংক্ষেপে এসেছে, আরেকটু তফসিলের সাথে আসলে রূহানিয়াত বৃদ্ধি পেতো।
২. মুসান্নিফ নিজের লেখায় পরিমিত আবেগও কাজে লাগাননি বলে মনে হয়েছে। কথার কথা, এই বিষয়ে যদি আলী মিয়া নদবি রহ. লিখতেন, তবে তা কেমন শানদার হতো!

যা জানা ছিলো না:

১. আবু যর জুন্দুব ইবনে জুনাদা গিফারী সর্বপ্রথম নবীজীকে ইসলামী কায়দায় সালাম দিয়েছিলেন। ৯৯
২. হযরত খাদিজা রা.এর মতো উম্মে সালামাও আপন গোলাম সাফীনাকে নবীজীর খেদমতের জন্য আযাদ করেছিলেন।
৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কোরআন মাজীদকে মুসহাফ নাম দিয়েছিলেন। ২২১
৪. সুফ্ফা সদস্য হুযাইফাতুল ইয়ামানের পরামর্শে উসমান রা. এক হরফে কোরআম মাজীদ লিখিয়েছিলেন।
৫. লেখকের মতে সুফ্ফা সদস্য ১১৪জনের মতো।

ফিকহুল মোয়াশারা:

১. কেউ কোনো ভলো কাজ করলে আমাদের উপর তার হক হলো– তারিফ করা, স্বীকৃতি দেওয়া এবং শুকরিয়া আদায় করা। এই হক আদায়ে কার্পণ্য করা অন্যায়। আমাদের মাঝে এ বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে। ৯
২. আদাবে মোয়াশারার একটি হলো,

لا تسئلوني مادام هذا الحبر فيكم

লাজনায়ে মোতালার আরো যে বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে:

১. উলুউল হিম্মাহ এই কিতাব থেকে পাওয়া যায়।
২. তাসাউফের একটি দামি কথা হলো–

اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وفي اعين الناس صغيرا

দ্বীনের গভীর সমঝ সম্বলিত উক্তি:

১. হযরত উমর রা. একবার বলেন,

لَا تستعملوا البراء بْن مالك على جيش، فإنه مَهْلَكَةٌ من المهالك يقدم بهم.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলতেন,

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحِيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَقْلِ دِينِهِ، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ.

সামগ্রিক অনুভূতি:

১. এই কিতাব আসহাবুস সুফ্ফা সম্পর্কে আমার অনেক ভুল ধারণা দূর করেছে।
২. দিলের ভিতর দারিদ্র্যকে ভয় না পাওয়া এবং মুহসর ফী সাবীলিল্লাহ হওয়ার প্রেরণা জাগ্রত করেছে। অন্তরে সাহায়ে কেরামের আজমত ও মুহাব্বত বৃদ্ধি করেছে।
৩. ইসলামের হক্কানিয়াতকে আমার সামনে আরো উজাগর করেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

পরামর্শ:

১. কিতাবটি অবশ্যই আমাদের সবার পড়া দরকার।
২. সবার সংগ্রহেও থাকা দরকার।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নমুনা-কথিকা ২

পাঠ্যবিষয়: উলুউল হিম্মাহ
কিতাবের নাম: আশিক
পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ২৭১
কিতাবের ভাষা: আরবি
লেখকের নাম: আয়েজ আল কারনী
প্রকাশক: মুআস সাসাতুর রাইয়ান
প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ১৪৩২ হি. ২০১১ ঈ.

মুসান্নিফ:
আয়েজ আল কারনী হলেন হেজাজে মুকাদ্দাসের প্রশিদ্ধ মর্মী ব্যক্তিত্ব, দীনী মেযাজের জনপ্রিয় লেখক ও সাহিত্যিক। তার লিখিত 'লা তাহযান' কিতাবখানি বিশ্ববিখ্যাত। লেখা-পড়া তার মূল পেশা ও নেশা। এই কিতাবে আকর্ষণীয়ভাবে তিনি তার মোতালা বিষয়ক আবেগ-অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এবং লেখা-পড়ামুখী জীবন গড়ার জন্য উম্মতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, বিভিন্ন কিতাব সম্পর্কে তার মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন, অনেক সমকালীন লেখকের বিষয়ে তার অবস্থান প্রকাশ করেছেন। আমাদের দাদা উস্তাদ শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ অবু গুদ্দাহ রহ. এর 'সাফাহাত মিন সবরিল উলামা' কিতাবখানি পাঠের সবিশেষ অনুরোধ রেখেছেন।

লেখকের মূল পয়গাম

১. امة اقرء لم لا تقرء উম্মতে ইকরা কেন লা তাকরা!
২. আবার কিভবে আমরা লেখা-পড়ামুখী জীবন গড়তে পারি, পড়া-লেখাকে আমৃত্যু শোগল বানাতে পারি।
৩. কিভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে মোতালা-প্রিয়তা ফিরে আসতে পারে, এই কান্না পুরো কিতাব জুড়ে...।

সূচি অনুযায়ী কিছু আলোচিত বিষয়:

১. কিতাবই হতে পারে প্রধান মাশুক, আসল প্রেমিকা।
২. এই এক প্রেমিকার কত প্রেমিক কত আশেক!
৩. সেই সকল আশেকীনে কিতাব।
৪. প্রেম-যাত্রা কিতাবের সাথে।
৫. আমার প্রিয় কিছু কিতাব।
৬. আমার প্রিয় কিছু কতক মুসান্নিফ।

কিতাবের সুন্দরতম কয়েকটি স্থান:

১. কিতাবের ৯ পৃষ্ঠা থেকে ১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখকের গ্রাম আর শৈশবের অতি মনোরম এক লেখ্যচিত্র অংকিত রয়েছে। নিজের ভিতর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-দৃষ্টি সৃষ্টির জন্য এই অংশের পাঠ প্রভুত উপকারী হবে।

২. ১৯-২০ পৃষ্ঠায় নামাযের প্রতি লেখকের ঈর্ষণীয় ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। নামায যারা পড়ে না, তারা হয় নেশার ফাঁদে পড়ে, না হয় কোনো গোলাম-বান্দীর মোহে লাঞ্ছিত হয়, অপরাধের অন্ধকার জগতে হাতড়ে মরে, কুপ্রবৃত্তি আর স্থূল আবেগের সহজ শিকারে পরিণত হয়, কিংবা অন্য কোনো পেরেশানিতে গেরেফতার হয়।

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. একজন ফকির মৌলবি। কিন্তু তার সময়ের বাদশাহ মুতাসিম, মুতাওয়াক্কিল, ওয়াসেক প্রমুখের চেও তিনি কত প্রসিদ্ধ আর জীবন্ত তা কী কল্পনা করা যায়?

৪. প্রত্যেক জিনিস অর্জনের পিছনে মৌলিক দুটি অনুঘটক কাজ করে, রগবত ও রহবত– আগ্রহ এবং আশংকা। ইলম অর্জনের পিছনে যদি এই দুটি অনুঘটক একই সাথে কাজ করে, তবে খাঁটি আলেম হওয়া যায়।

৫. বাজার ভেঙ্গে গেছে, প্রসাদ বিদ্ধস্ত হয়ে পড়েছে, বাগান উজাড় হয়েগেছে, মানুষজন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েগেছে, রয়েগেছে আমার লেখা বই-কিতাব।

৬. পড়তে পারা অনেক বড় নেয়ামত। যে পড়তে পারে না তার সাথে তুলনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। এই নেয়ামতের শোকর হলো পড়ে পড়ে ইলম হাসিল করা এবং লিখে লিখে ইলম সংরক্ষণ করা।

৭. পড়লে মূর্খতা দূর হয়, সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ হয়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, আকল পোক্ত হয়, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়, নেক সহচর লাভ করা যায়, মর্যাদা ও আভিজাত্য হাসিল হয়, হিম্মত বৃদ্ধি পায়, ভালো-মন্দ ফারাক করা যায়, অনেক দৈহিক বেদনা ভুলে থাকা যায়, হীন আচরণ থেকে বাঁচা যায়, চিরঞ্জীব হওয়া যায়। বহু দেশ, বহু জাতি, বহু কাল নিজের হাতের মুঠোয় চলে আসে।

৮. আমি বই ভালোবেসেছি, এখন আমি ঘুমালে বই আমার আমার বাহুর উপর থাকে, শুলে থাকে বুকে, বসলে কোলে, হাটলে থাকে বগলে...৫৩।

৯. ১৬৬ পৃষ্ঠায় ভিক্ষুক সেজে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছ থেকে বাকী ইবনে মাখলাদের হাদীস শেখার অবিস্মরণীয় কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

১০. ১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় শুধু অনেকগুলো কিতাবের নাম দিয়ে চমৎকার একটি কথকতা তৈরি করা হয়েছে।

যেসব জানা বিষয় পরিষ্কার হয়েছেঃ

১. পড়ার পর ফাওয়ায়েদ না লিখলে পড়ায় ফায়দা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়।

২. মানুষ পড়ে নির্ধারিত কোনো তথ্যের জন্য, কোনো তথ্যের তফসিল উদ্ধারের জন্য, কোনো জিজ্ঞাসার সমাধানের জন্য।

৩. একই সঙ্গে একাধিক বিষয়ের কিতাব মোতালার টেবিলে রাখা ভালো। যাতে এক বিষয়ে পড়তে পড়তে ক্লান্তি ধরেগেলে অন্য বিষয়ের কিতাব হাতে নেওয়া যায়।

৪. দিন ভাগ করেও মোতালা করা যায়। শনিবার আকিদা, রোববার তাফসীর, সোমবার, ফিকহ, মঙ্গলবার হাদীস, বুধবার, সীরাত, বৃহস্পতিবার তারীখ, জুমাবার সাহিত্য ইত্যাদি।

৫. লেখক হিসাবেও দিন ভাগ করা যায়। শনিবার থানবী রহ., রোববার আলী মিয়া রহ., সোমবার তুর্কী উসমানী, মঙ্গলবার আব্দুল মালেক দা. বা., বুধবার গাযালী রহ., বৃহস্পতিবার ইবনে তাইমিয়া রহ., জুমাবার যাহেদ কাউসারী, আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এইভাবে....।

৬. ভাগটা তারিখ হিসাবেও করা যায়, মাসের প্রথম তিন দিন রবীন্দ্র-নজরুল, পরের তিন দিন ইবনে আবিদ দুনয়া, ইবনুল কায়্যিম, ইবনে কাছীর, ইবনে হাজার, এভাবে...।

৭. ইলমে নাফে, আমলে সলেহ আর আখলাকে হাসানা– এই তিনটি গুণ যার মাঝে আছে, সে কামিয়াব।
৮. প্রথম প্রথম অনেক বিষয় বুঝি আর না বুঝি পড়ে যেতে হয়। ৫৮
৯. ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দাদা হাম্মামে গেলে ইবনে তাইমিয়াকে হাম্মামের বাইরে কিতাব নিয়ে বসিয়ে দিতেন আর বলতেন জোরে জোরে পড়, যেন আমি ভিতর থেকে শুনতে পাই! ৮৫

যেসব ক্ষেত্রে আমার জানা বেঠিক ছিলোঃ

১. একটা কিতাব কম পক্ষে তিনবার পড়া যায়, প্রথমবার অবিরত পড়ে যাওয়া, দ্বিতীয়বার থেমে থেমে মাথা খাটিয়ে পড়া, তৃতীয়বার তাহকীক ও বিশ্লেষণ করে পড়া।
২. ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কোনো মাসআলা বুঝে না আসলে দোয়া করতেন, ইয়া মুআল্লিমা আদামা ওয়া ইবরাহীম, আল্লিমনী। তিনি কোনো বিরান মসজিদে চলে যেতেন এবং মাটির ধুলায় চেহারা ঘষে দোয়া করতে থাকতেন, ইয়া মুআল্লিমা ইবরাহীম, ফাহ্যিমনী। ১৫৫
৩. ইমাম অবু ইউসুফ রহ. উস্তাজ ইমাম আবু হানীফার দরসে হাজির থাকার ফলে পরিমাণ মতো রুজির ফিকির করতে পারতেন না। প্রতিদিনই যৎসামান্য জিনিস নিয়ে ঘরে ফিরতেন। কোনো কোনো দিন ফিরতেন খালি হাতে। একদিন এভাবে খালি হাতে ফিরে স্ত্রীকে খাওয়ার কিছু থাকলে আনতে বললেন। স্ত্রী বেচারি বরতনে ঢেকে কিছু নিয়ে আসলো। তিনি ঢাকনা তুলে দেখলেন, তাতে কিতাবের মুসাবিদা! ইমাম আবু ইউসুফ ক্ষুধা নিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং রাতভর কাঁদলেন। পরদিন ইমাম আবু হানীফাকে ঘটনা শোনালেন। তিনি বললেন, আহা, আমাকে আগে জানালে না কেন। আমি তোমাকে সহযোগিতা করতাম। আর তুমি দুঃখ নিয়ো না। বেঁচে থাকলে ফালুদা খাবে...। ২৩৭
৪. অনেক দিন মোতালা করার পর কিছু দিন শুধু চিন্তা-ফিকিরের জন্য বরাদ্দ রাখা সমীচীন।

যা কিছু লেখকের কমতি বলে মনে হয়েছেঃ

১. প্রসঙ্গক্রমে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর আলোচনা এসেছে, কিন্তু তিন ইমামের মতো স্বতন্ত্রভাবে আসেনি। কুতুবে আহনাফেরও তেমন কোনো আলোচনা আসেনি।
২. ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিম রহ. বড় ব্যক্তি। ফলে তাদের ইলমী বিচ্যুতি জানতে হলে বহুমুখী মোতালা প্রয়োজন। ওটা বোধয় লেখকের নেই।

যা জানা ছিলো নাঃ

১. আমার কাছে মনে হয়, জীবন হলো একটি সিজদা, একটি কিতাব আর মুক্তা ঝরানো একটি কলমের নাম...।
২. ইবনে দাকীক আল ঈদ রহ. নতুন কিতাব হাতে আসলে এমনভাবে তাতে মশগুল হয়ে পড়তেন যে, সব কাজ গুটিয়ে ফেলতেন, এমনকি শুধু ফরজ নামযের উপর ক্ষ্যান্ত হয়ে যেতেন, নফল পড়তেন না। ৯০
৩. ইয়্যুদ দীন ইবনে আব্দুস সালাম বলেন, মোহাল্লা ও মুগনী ইলমী জগতের বেনজীর কিতাব। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, এর সঙ্গে আরও দুটি কিতাব, সুনানে কুবরা বায়হাকী ও তামহীদে ইবনে আব্দিল বার যে গভীরভাবে মোতালা করবে, সে যদি মেধাবী হয়ে থাকে তবে ভালো আলেমে পরিণত হবে। আমাদের ভাই ফয়েজ আহমদের কাছে শুনেছি, যিকরুল্লাহ খান সাহেব বলেন, উস্তাজে মুহতারাম আব্দুল মালেক সাহেব বলেছেন, ফাওয়ায়েদ হাসিলের নিয়তে চারটি কিতাব যে মোতালা শুরু করবে, তার ফাওয়ায়েদের খাতা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু কিতাবগুলোর ফাওয়ায়েদ শেষ হবে না। এক. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, দুই. শরহু

মুশকিলিল আছার, তিন. শরহে মুখতাছারে ত্বহাবী, চার. আহকামুল কোরআন লিল জাস সাস।

ফিকহুল মোয়াশারাঃ

১. শোকর সেই সমস্ত আঙ্গুলের, যেগুলো আমাদের জন্য কোনো না কোনো ফায়দা লিখে গেছে।
২. প্রশংসা করেও কিতাব ও মুসান্নিফের ইলমী খামী কিভাবে আলোচনা করতে হয়, তার ভালো দৃষ্টান্ত এতে বিদ্যমান।
৩. তারীখ ও তারাজিমের কিতাবে সাধারণরত আলেমগণের মাহাসিনই শুধু উল্লেখ করা হয়। এর অর্থ এই নয়, তাদের কোনো মাসাবি ছিলো না। সুতরাং তাদেরকে মাসুম ভাবার দরকার নেই এবং আহলে আসরের মাসাবি দেখে তাদের হক নষ্ট করারও কোনো কারণ নেই।

লাজনায়ে মোতালার আরো যে বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছেঃ

১. উলুউল হিম্মাহ এই কিতাব থেকে পাওয়া যায়।
২. এতে সাহিত্যের খোরাক রয়েছে।

দ্বীনের গভীর সমঝ সম্বলিত উক্তিঃ

১. امة اقرء لم لا تقرء উম্মতে ইকরা কেন লা তাকরা!
২. আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির কল্যাণের ফায়সালা করেন, তখন তাদের দিলে ব্যাপকভাবে হুব্বুল মোতালা সৃষ্টি করে দেন।
৩. হতে পারে, যে বাক্যে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাত নিহিত, সে বাক্যটি আজও তোমার পড়া হয়নি।
৪. যে ব্যক্তি কিতাবের ভালোবাসা পায়নি, তার মতো মিসকিন আর কে? সে তো জগতের সেরা মাশুকেরই দেখা পায়নি।
৫.

সামগ্রিক অনুভূতিঃ

১. এই কিতাব থেকে তাআরুফে কিতাব হাসিল হয়।
২. হুব্বুল মোতালা তৈরি হয়।
৩. মোতালা-প্রেমীরা অন্ধকারের জোনাকি, আলোর দিশারী।

পরামর্শঃ

১. কিতাবটি সবার পড়া দরকার।
২. সংগ্রহে থাকা দরকার।

মাওলানা মাহমুদ হাসান মাসরুর
২৩/৪/২ঈ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নমুনা-কথিকা ৩

পাঠ্যবিষয়: সীরাতে আকাবির ও তারিখে ইসলাম
কিতাবের নাম: মুযাককিরাতুদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দা-ইয়াহ
পৃষ্ঠা-সংখ্যা:২৬৪
কিতাবের ভাষা: আরবি
লেখকের নাম: শহীদ হাসানুল বান্না রহ.
প্রকাশক: দারুদ দা'ওয়াহ
প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ১৪২২ হি. ২০০১ ঈ.

মুসান্নিফ:
শহীদ হাসানুল বান্না রহ. হলেন মিশরের প্রশিদ্ধ দাওয়াতী জামাত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা। যিনি দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে নেফাযে শরীয়তের আদর্শ স্থাপন করেছেন। হিন্দুস্তানে হেফাজতে দীনের ছবব হলো কওমী মাদরাসা ও তাবলীগ জামাত। মিশরে হেফাজতে দীনের ছবব হয়েছে ইখওয়ান। লখকের লেখাপড়া, আমলের দীক্ষা, খেদমতে দীনের জযবা, ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি এই কিতাবে বের্ণিত হয়েছে। কিতাবে আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. এর ভূমিকা রয়েছে।

লেখকের মূল পয়গাম

৪. ইলম, তরবিয়ত ও জিহাদ-ভিত্তিক দাওয়াতের প্রেরণা জাগ্রত করা। ৬৩
৫. সাংগনিক শক্তি ও তৎপরতার মাধ্যমে মজবুত কর্মী বাহিনী তৈরি করা।

সূচি অনুযায়ী কিছু আলোচিত বিষয়:

৭. ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট।
৮. ইখওয়ানের কার্যক্রম।
৯. ইখওয়ানের সাংগঠনিক চেইন অব কমান্ড।

কিতাবের সুন্দরতম কয়েকটি স্থান:

১১. আলী মিয়া রহ. লিখেছেন, ইসলাম এমন এক উর্বর ও চিরঞ্জীব ধর্ম, যা কালের কঠিনতম সময়েও নিজের নুসরতের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব তৈরি করে নেয়। এটা অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটে না। ৩
১২. শাদাদিলের অধিকারী হওয়া, সুস্থ রুচিবোধ থাকা, দীনের জন্য জ্বলন থাকা, বদ্দীনীর কারণে বেদনা বোধ করা, খলওয়াত-ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ থাকা, যিকির-মোরাকাবার মাধ্যমে কলবের ব্যাটারি চার্য করে নেওয়া, ইত্যাদি গুণ না হলে দাঈ হওয়া যায় না। ৭
১৩. জমিয়তে মান'ইল মুহাররমাত। এটা ফরায়েজী আন্দোলনের মতো। হারাম বিষয় সম্পর্কে আয়াত-হাদীস ও বিজ্ঞান সংগ্রহ করে প্রচার করা। একদল লিখবে, আরেক দল প্রচার করবে। কলেজ-ভার্সিটি ও সরকারি স্থপনাগুলোতে চিঠির মতো করে প্রেরণ করবে। মুজাদ্দিদে আলফেসানীর আন্দোলন কৌশলও ছিলো এরকম। দীনী দাওয়াতে পত্র-সংস্কৃতি আবার চালু করা দরকার। আখলাকি বিষয়গুলোর উপর চিঠি হতে পারে।

১৪. শহীদ হাসানুল বান্না রহ. বলেন, ছাত্রজীবন-শেষে আমার খাস স্বপ্ন হলো, পরিবার ও স্বজনকে খোশহাল করা, 'আম স্বপ্ন হলো, শিক্ষক ও মুরশিদ হওয়া। ৫৩

১৫. ৬৮ পৃষ্ঠায় ইখওয়ানের পাঠ্য- নেসাব বর্ণিত হয়েছে। যা অনু স্মরণীয়।

১৬. হাসানুল বান্না রহ. একটি মাদরাসায় কিছু ছাত্রকে এইভাবে পড়াতেন, যাতে তারা বড় বড় দীনী প্রতিষ্ঠানে পড়ে বড় আলেম হতে পারে, কিছু ছাত্রকে এইভাবে পড়াতেন, যাতে তারা শিল্প-কারখানায় কাজ করতে পারে। কিছু ছাত্রকে এইভাবে পড়াতেন, যাতে তারা আধুনিক বিষয়ে পারদর্শী হতে পারে। ৮৬

১৭. ইখওয়ানের হলফনামা এমন ছিলো, আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, হযরত মুহাম্মাদ স. সমস্ত মানুষের জন্য সর্বশেষ নবী, পরকাল সত্য, কোরআন আল্লাহর কালাম, ইসলামী শরীয়ত উভয় জাহানের কানুন সম্বলিত, আমি সুন্নত মোতাবেক চলবো, কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবো, সীরাতুন্নাবী ও সীরাতে সাহাবা পাঠ করবো। আমি মুনকারাত থেকে দূরে থাকবো, আখলাকে হাসানা দ্বারা সজ্জিত হবো, দেনদরবারের উপর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিবো, দীনী ইলম প্রচারে অগ্রণী হবো।

১৮. আমি বিশ্বাস করি, মুসলমান আমল এবং উপার্জন দুটোর জন্যই আদিষ্ট। আমার সম্পদে গরীবের হক রয়েছে। আমি যাকাত দিবো, দানখয়রাত করবো, উপকারী অর্থনৈতিক কাজ সমর্থন করবো। সামর্থের বাইরে কোনো আর্থিক আয়োজন করবো না।

১৯. আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেকে তার পরিবারের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। পরিবারের শারিরিক সুস্থতা, চারিত্রিক নির্মলতা, আকিদার শুদ্ধতা নির্ভর করে কর্তাব্যক্তির উপর। সুতরাং আমি আমার পরিবারের সকলকে দীন শেখাবো। এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে দেবো না, যেখানে তার দীন-ঈমান নিরাপদ নয়।

২০. আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ব-মানবতার নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার একমাত্র ইসলামের, ইসলামের এই সম্মান ও কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনা সকল মুসলিমের অপরিহার্য দায়িত্ব। এর পিছনে সর্বস্ব ব্যয় করা কর্তব্য।

২১. আমি বিশ্বাস করি, সকল মুসলিম এক জাতি, তাদের মধ্যকার বিরোধ-কঠোরতা কমিয়ে আনা একান্ত কাম্য। পৃথিবীর সব মানুষের প্রতি ইনসাফ করা ইসলামের শিক্ষা।

২২. আমি বিশ্বাস করি, দীন থেকে দূরে সরাই মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ। মুসলমানদের আবার তাদের দীনের কাছে ফিরে আসতে হবে। এর জন্য আমার জীবন উৎসর্গিত।

২৩. ২২৪ নম্বর পৃষ্ঠায় যে কথা আছে, তা এক কথায় একজন দাঈর চূড়ান্ত শপথ,...আমরা কি প্রস্তুত জিহাদের জন্য, যাতে অন্যরা আরাম নিতে পারে, আমরা কি প্রস্তুত জীবন উৎসর্গ করতে, যাতে ইসলাম আপন মর্যদা ফিরে পায়.....

যেসব জানা বিষয় পরিষ্কার হয়েছেঃ

১০. শহীদ হাসানুল বান্না রহ. নিজের সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে অশ্রুময় যিকির ও শবগুযারি করতেন। কখনো কখনো দিনভর চুপ থেকে জিকির-তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। ২৪

১১. সাংগঠনিক কাজে ঐ নেককারকে সাথে নিতে নেই, যে নেজাম মানে না। এধরনের লোক একা থাকলেই ভালো, তারা একা একা মানুষকে উপকৃত করতে পারে। কিন্তু সংগঠনকে মতভেদ ও বিশৃঙ্খলা করে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্য দিকে যারা নেজাম মানে, তারা নেক-আমলে একটু দুর্বল হলেও চলে, এরা কিছু দিনগেলে তওবা করেফেলে। আর একদম বদকার-মুলহিদকেউ সাথে নিতে নেই। ৮৮

১২. কাজের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই আর আমীরের প্রতি ভক্তি নেই, ঐ লোক দ্বারা সংগঠন হয় না। ১১২

১৩. কমান্ড ও ক্যাডার-ভিত্তিক এই সাংগঠনিক পদ্ধতি ইখওয়ান থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গ্রহণ করেছে। ১৮৫
১৪. শহীদ হাসানুল বান্না রহ. প্রায়ই তৎকালের আকাবিরগণের সাক্ষাতে যেতেন। ২৩
১৫. ইখওয়ানের উপর যে অবিচার করা হয়েছে, ইসলামী ইতিহাস কখনো তা ক্ষমা করবে না। একে শুধু তাতারীদের জুলুমের সাথেই তুলনা করা যায়।

যেসব ক্ষেত্রে আমার জানা ভুল ছিলোঃ

৫. গাশত-পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া শুধু তাবলীগ জামাতের বৈশিষ্ট্য নয়, শহীদ হাসানুল বান্নাও এ-পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করতেন। একেক রাতে ২০/২৫টি কফি-হাউজে যেতেন।

যা কিছু লেখকের ভুল বলে মনে হয়েছেঃ

৩. ইখওয়ান সাংগঠনিকভাবে আমওয়ালে বাতেনার যাকাত উসুল করতো, এই কাজ ঝুকিপূর্ণ।
৪. ইখওয়ান বিশেষ ধরণের পোশাকি প্রতীক শরীরে ধারণ করতো। এটা ভালো লাগেনি।
৫. বেলায়াতে আম্মাহ না থাকার পরও হুদূদ কায়েম করে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতো।

যা জানা ছিলো নাঃ

৪. হাসানুল বান্না রহ. এর পরামর্শ হলো, উমূমি কাজের সাথে বা বদ্দীন সরকারের সাথে সংঘাতে জড়িতদের জন্য লেখাজোখা না করা ভালো। কারণ বিরোধদের জন্য লেখার মাঝে ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ বেশি থাকে।
৫. দাঈদেরকে কেউ যখন এখতেলাফী মাসআলা নিয়ে প্রশ্ন করে, তখন প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য হয়, দাঈ কোন গ্রুপের তা যাচাই করা, একই ধাঁচের বহু প্রশ্ন করে বিভেদ তৈরি করা।
৬. ইখওয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৩৪৭ মোতাবেক ১৯২৮ সনে। হাসানুল বান্না রহ. এর হাতে পাঁচ ব্যক্তির বাইআতের মাঝ দিয়ে।
৭. ইখওয়ানের মূলনীতি ছিলো, কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ, ইসলামী ঐক্য রক্ষা, ইসলামী আদবে সজ্জিত হওয়া, আত্মশুদ্ধি করা এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া, হকের প্রতি ভালোবাসা, দীনী দাওয়াতের প্রসারে মেহনতি হওয়া ইত্যাদি। ১৩৩
৮. আশশামস নামে ছাত্রকালে একটি পত্রিকা বের করেছিলেন।
৯. ইখওয়ানের ওয়াজিবাতে আশারা, মুনজিয়াতে আশারা, মূবিকাতে আশারা বড় চমৎকার! ২১৪
১০. হাসানুল বান্না রহ. সরাসরি তৎকালীন সরকার-প্রধানকে ৫০টি পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরামর্শগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২১৬-২১৯
১১. ইখওয়ানের বিভিন্ন কর্মদিবস ছিলো, যেগুলো তারা গুরুত্বের সাথে পালন করতো। যেমন, ইয়াওমুন নাসীাহা, তাআরুফ, ইয়াদাতে মারীজ,....

ফিকহুল মোয়াশারাঃ

৪. বিরোধভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও যদি দাওয়াত করে খাতিরদারি করা হয় এবং হাদিয়া দেওয়া হয়, তবে বিরোধ কমে মোহাব্বত তৈরি হয়ে যায়, تهادوا تحابوا
৫. অন্যান্য সংগঠনের সাথে ইখওয়ানের মোয়ামালা কেমন হবে, তার নীতি বর্ণিত হয়েছে ১৮৪ পৃষ্ঠায়।

লাজনায়ে মোতালার আরো যে বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছেঃ

৩. উলুউল হিম্মাহ এই কিতাব থেকে পাওয়া যায়।

দ্বীনের গভীর সমঝ সম্বলিত উক্তিঃ

১. আমীর নেই বলে আমীর, বিশেষ দুর্যোগ কাটানো জন্য ধরে নেওয়া আমীর খুব একটা কাজের হয় না। আমীর হবে দীর্ঘ তরবিয়তে গড়ে ওঠা ব্যক্তিত্ব। **১৩১**

২. ইসলামে ইবাদত-কিয়াদত, সালাত-জিহাদ, হুকুম-তাআত, দীন-দৌলত, আমল-রূহানিয়াত সবটা আছে। একটা থেকে আরেকটাকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো সুযোগ নেই।

সামগ্রিক অনুভূতিঃ

১. নেককাজে কতশত বাধা আসে, উৎরানোর মতো হিম্মত থাকতে হবে কর্মবীরের মাঝে।

২. আপন লক্ষে সীমাহীন নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করা ছাড়া বড় কোনো কাজ হয় না।

পরামর্শঃ

৩. কিতাবটি সবার পড়া দরকার।

৪. সংগ্রহে থাকা দরকার।

মাওলানা মাহমুদ হাসান মাসরুর
২৬/৩/১৮ঈ.

আয়োজন ও বাস্তবায়ন

মোতালাকেন্দ্র

আসহাবুস সুফ্‌ফা বাংলাদেশ

একটি শিক্ষা ও সমাজ-সেবামূলক দ্বীনী সংগঠন

০১৯১৩-১০৮৭৫০